দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 AUG 2016
পৃষ্ঠা 2 ... 8

# গবেষণার নামে লুটপাট

## সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের চিত্র

■ আলাউদ্দিন চৌধুরী

গবেষণার নামে সরকারি অনুদান ও মঞ্জুরির অর্থ তুলে হাওয়া হয়ে গেছেন অনেক গবেষক। বছরের পর বছর পার করলেও শেষ করেননি গবেষণা। ফেরতও দেননি অর্থ। একই ব্যক্তি একাধিক গবেষণার নামে অর্থ তুলে নিয়েছেন। আবার একই গবেষণা প্রস্তাবের বিপরীতে টাকা তুলে নিয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। এভাবে টাকা তুলে নিয়ে আর যোগাযোগ করেননি এমন দুই শতাধিক গবেষকের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সরকারের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের (এসএসআরসি) চিত্র এটি। এই গবেষণা পরিষদ ব্যক্তি পর্যায়ে প্রমোশনাল, ফেলোশিপ ছাড়াও এমফিল, পিএইচডিসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায়ও এক থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদান দিয়ে থাকে।

ইত্তেফাকের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের বিপরীতে এই গবেষণা পরিষদ থেকে কিস্তির টাকা তুলে নিয়ে আর যোগাযোগ করেননি অনেক গবেষক। অনেকের গবেষণা বাতিল করে অর্থ ফেরতের চিঠি দেওয়া হলেও অনেকেই আর যোগাযোগ করেননি। একই ব্যক্তি একাধিক প্রকল্পে অর্থ তুলে নিয়েছেন। আবার একই শিরোনামে একাধিক ব্যক্তি গবেষণা পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

## গবেষণার নামে লুটপাট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছেন। শুধু তাই নয়, সরকারি কর্মকর্তা পর্যায়ের অনেকেই অর্থ ফেরত দেননি এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও কর্মকর্তা এমনকি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী পর্যায়ের ব্যক্তিও গবেষণার নামে টাকা তুলে নিয়েছেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, 'এটি সরকারি অর্থের এক ধরনের লুটপাট। পরিষদ সংশ্লিষ্টদের যোগসাজশ ছাড়া এ ধরনের কাজ সম্ভব নয়। আর গবেষণার মানও যাচাই করা প্রয়োজন।'

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের দায়িত্বে রয়েছেন সহকারী পরিচালক উত্তম কুমার দে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি ইত্তেফাককে বলেন, অর্থ ফেরত না দেওয়া গবেষকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি নীতিমালায় সুস্পষ্ট নয়। তাই আমরা সেদিকে এগুতে পারছি না। শুধু তাদের চিঠির মাধ্যমে গবেষণা শেষ করার জন্য তাগাদা দিচ্ছি। তবে কতজন গবেষক অর্থ তুলে আর যোগাযোগ করছেন না সেই ডাটাবেজ নেই। তিনি বলেন, মাত্র আড়াই মাস হলো এ পদে দায়িত্ব পেয়েছি। যারা অর্থ নিয়ে যোগাযোগ করছেন না তাদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নীতিমালা সংশোধনের কাজও এগিয়েছে। ১৯৭৬ সাল থেকে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড চলছে। কিন্তু সেই পরিমাণ জনবল এখানে নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সর্বশেষ নীতি অনুযায়ী মঞ্জুরি পেয়েছেন এমন গবেষকের গবেষণা চলমান অবস্থায় তার নতুন কোনো আবেদন গ্রহণের নিয়ম নেই। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের সমাজ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক আবু ইব্রাহিম মো. নুরুল হুদা 'গ্রাম ও শহরের মাইগ্রেশন' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের বিপরীতে ২০১১ সাল পর্যন্ত তুলে নিয়েছেন তিন কিস্তির টাকা। তিনি এই গবেষণাটি শেষ না করেই ২০১৪ সালে 'বেকারত্ব এবং বখে যাওয়া যুবকদের সম্পর্ক' বিষয়ে অপর একটি গবেষণা প্রকল্প জমা দিয়ে এক কিস্তির অর্থও তুলে নেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি মোবাইলে এই প্রতিবেদককে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে তাদের (এসএসআরসি) সাথে আমার কথা হয়েছে, এ বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না'।

একই সময়ে একই বিষয়ে পৃথক ব্যক্তিদের গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়ারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। 'গুঁড়া দুধ সমস্যা: দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানসহ খামারভিত্তিক দুধ উৎপাদনের সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি গবেষণায় মো. ইমদাদুল হক ও জসিম উদ্দিন সরকার ২০১০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কিস্তির টাকা নিয়ে গেলেও তারা এখন পর্যন্ত গবেষণাটি সমাপ্ত করেননি। একইভাবে 'মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার সংকট: দুটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রেক্ষিতে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা' শিরোনামে পৃথক দুজন ব্যক্তি গবেষণা করেছেন। একজন তিন কিস্তির টাকা তুলে নিয়েছেন আর একজন গবেষণা সমাপ্ত করেছেন।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নিয়েই দুবছর আগে একটি গবেষণা প্রকল্প জমা দেন খোদ এসএসআরসি'র একজন প্রুফ রিডার পদমর্যাদার কর্মচারী। সেটি অনুমোদন হওয়ার পর সম্প্রতি তিনি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। মালিবাগে তার বর্তমান ঠিকানায় আরো ৪ জন গবেষকের সন্ধান পাওয়া গেছে। যাদের নামে একাধিক গবেষণার তথ্যও পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তার ভাই, দুই শ্যালক ও শ্যালিকাও এসএসআরসিতে একই সময়ে গবেষণা করেছেন।

প্রমোশনাল ক্যাটাগরিতে ঢাকা শহরের তরুণদের মাঝে মাদক ব্যবহার এবং এর আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে এক গবেষণায় দুই কিস্তির টাকা তুলে নিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি বিভাগের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদমর্যাদার একজন কর্মচারী। ২০০৮ সালে শুরু করে এখন পর্যন্ত তিনি গবেষণাটি সমাপ্ত করেননি। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'প্রতিবেদন জমা দিয়েছি, এটি সমাপ্ত হয়েছে।' কিন্তু প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়নি এমন প্রমাণ দেওয়া হলে তিনি তখন সেটি স্বীকার করে গবেষণাটি দ্রুত শেষ করবেন বলে এই প্রতিবেদককে জানান।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে এসএসআরসির স্টিয়ারিং কমিটির প্রধান ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব তারিক-উল-ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর গবেষণার অনুমোদন অনেক যাচাই-বাছাই করে দিচ্ছি। যারা গবেষণা কাজ করছেন তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় শিক্ষক। পূর্বে যারা টাকা নিয়ে আর গবেষণা শেষ করেনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গবেষণা শেষ করার তাগিদ দেওয়া হবে। যারা অর্থ ফেরত দিচ্ছে না তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কীভাবে অর্থ আদায় করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনে একটি কমিটি করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি জানান, চলতি অর্থবছরে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা এই খাতে বরাদ্দ রয়েছে। নতুন গবেষণার ক্ষেত্রে আরো যাচাই-বাছাই করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চলতি অর্থবছরের (২০১৬-১৭) গবেষণা কার্যক্রমের বিষয়ে জানতে চাইলে সহকারী পরিচালক উত্তম কুমার দে ইত্তেফাককে বলেন, 'চলতি অর্থবছরে শতাধিক গবেষণার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।'

সূত্র জানায়, গবেষণার চুক্তি অনুযায়ী গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ৪টি কিস্তির মাধ্যমে গবেষণার অর্থ তুলতে পারেন। নিয়ম অনুযায়ী ২৫ ভাগ কাজ শেষ হওয়ার পর ২৫ ভাগ অর্থ, ৫০ ভাগ কাজ শেষ হলে ৫০ ভাগ অর্থ এবং বাকি দুই ধাপ শেষ হওয়ার পর বাকি অর্থ তুলতে পারেন। কিন্তু কেউ কেউ এক, দুই ও তিন কিস্তির টাকা তুলে আর যোগাযোগ করছেন না।

পরিষদের গবেষণা মঞ্জুরি বিষয়ক নীতিমালা অনুযায়ী তরুণ গবেষকদের এক লাখ টাকার বিনিময়ে সর্বোচ্চ ৬ মাসের মধ্যে গবেষণা কাজ শেষ করার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ১০ বছর আগে শুরু হওয়া গবেষণাও শেষ হয়নি এমন তথ্যও পাওয়া গেছে। এমফিল গবেষণার জন্য জন্য দেড় লাখ এবং পিএইচডি গবেষণার জন্য দুই লাখ টাকা দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে চুক্তিনামায় একটা সময়সীমা উল্লেখ করতে হয়। বিশেষ বিবেচনায় এই সময় বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও অনেক গবেষক তার গবেষণা প্রতিবেদন জমা দেননি। এসএসআরসি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, যারা দীর্ঘদিন আগে বিভিন্ন কিস্তির টাকা তুলে নিয়েছেন এমন অনেকের নামে চিঠি দেওয়া হলেও তারা সেটি গ্রহণ করেননি। অনেক জামিনদার দায় নিতেও চাচ্ছেন না।

২০০৫ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ সুফি মোসতাফিজুর রহমান 'কালচারাল হেরিটেজ ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে ফেলোশিপের মাধ্যমে এক কিস্তির ৭০ হাজার টাকা তুলে নিলেও আর গবেষণাটি শেষ করেননি। তাকে অর্থ ফেরতের চিঠি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অর্থ ফেরতের চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে ইত্তেফাককে বলেন, অন্যান্য গবেষণায় ব্যস্ত থাকার কারণে এই গবেষণাটি শেষ করা সম্ভব হয়নি। এ বছর শেষ করে প্রতিবেদন জমা দেবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

একইভাবে ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৎকালীন একজন সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, ২০০৬ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উপ-পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাসহ অনেক কর্মকর্তা গবেষণা শুরু করে আজ পর্যন্ত শেষ করেননি।

**প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায়ও একই চিত্র:** এদিকে সামাজিক গবেষণা পরিষদ থেকে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে গবেষণা প্রস্তাব জমা দিলেও দুই-তিন বছরেও অনেকে গবেষণা শুরুই করেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান একাধিক কিস্তির অর্থ তুলে নিয়েও শেষ করেনি গবেষণা। এমন ২০টিরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার তথ্য পাওয়া গেছে, যেগুলোর মেয়াদ শেষ হলেও গবেষণা পত্র জমা পড়েনি।

সূত্র জানায়, গবেষণার নামে রাজশাহীর শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. মোহসিন আলী তুলে নিয়েছেন এক কিস্তির ৫০ হাজার টাকা। 'রাজশাহী বিভাগে তামাক নিয়ন্ত্রণে রিকশাওয়ালাদের মনোভাব' বিষয়ক এই গবেষণার মেয়াদ ২০১৫ সালে শেষ হয়েছে। জানতে চাইলে তিনি ইত্তেফাককে বলেন, 'নানা কারণে সময় পেরিয়ে গেছে। আমরা মৌখিকভাবে সময় চেয়েছি, হয়তো দুই/তিন মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিয়ে দিতে পারব।'

রংপুরের দুরবস্থা নিরসনে সম্মিলিত পদক্ষেপ ও পরামর্শ কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক তপন কুমার সাহা গত বছর পর্যন্ত 'উত্তরবঙ্গের মৌসুমি বেকারদের স্বল্পকালীন অভিবাসন ও প্রত্যাবর্তনের আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং করণীয়' শীর্ষক গবেষণায় দেড় লাখ টাকা তুলে নিলেও গবেষণা শেষ করেননি। জানতে চাইলে ইত্তেফাককে তিনি বলেন, 'চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫ সালের মাধ্যেই আমরা গবেষণাটি ডাক মারফত জমা দিয়েছি।' গবেষণাটি এসএসআরসিতে পৌঁছেছে কি না এমন প্রশ্ন করা হলে সেটি তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি।

**মান নিয়ে প্রশ্ন:** এসএসআরসির গবেষণার মান নিয়ে সরকারি শীর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) কয়েকজন গবেষকের নিকট মন্তব্য জানতে চাইলে তারা একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে হওয়ায় মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে বিআইডিএসের কয়েকজন গবেষক এসএসআরসির গবেষণা বিষয়ে তেমন ধারণা নেই বলে উল্লেখ করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এসএসআরসির এক কর্মকর্তা জানান, 'এখানে কী ধরনের গবেষণা হয় সে সম্পর্কে খোদ মন্ত্রণালয়ের অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। কিছু মানসম্পন্ন গবেষণা হলেও মানহীন গবেষণা হচ্ছে প্রায়ই। যারা অর্থ নিয়ে আর গবেষণা শেষ করেননি তাদের সংখ্যা দুই শতাধিক নয়, তার বেশিও হতে পারে।'

এসএসআরসির গবেষণা বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মাহাবুব আলী ইত্তেফাককে বলেন, এখানে যে গবেষণাগুলো হচ্ছে তার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দেশ যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে মানসম্পন্ন গবেষণা করা প্রয়োজন। মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য সরকার যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তাতে এই বিভাগ হতে মানসম্পন্ন গবেষণা হওয়া প্রয়োজন এজন্য প্রয়োজনে এসএসআরসিকে ঢেলে সাজানো উচিত বলে তিনি মনে করেন।